তারিখ 18 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

বইয়ের বোঝা

আনন্দদায়ক হোক শিশুশিক্ষা

শিশুশিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও শিশুবান্ধব করার কথা সব সময় বলা হলেও বাণিজ্যিক পথেই হেঁটেছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠদান কক্ষ, শিশু শ্রেণীর সিলেবাস—সর্বত্র সব শিশুর জন্য আনন্দদায়ক হয়েছে, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বাদ দিলে দেশের সব প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে নিজেদের তৈরি সিলেবাসে। সেখানে বোর্ডের বইয়ের বাইরে একাধিক বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বই অন্তর্ভুক্তির আড়ালে কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগও আছে। আছে স্কুলের বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিটি বিষয়ের ওপর আলাদা খাতা। একটি শিশুকে প্রতিদিন এই বাড়তি বইয়ের বোঝা পিঠে করে স্কুলে যেতে হয়। অতিরিক্ত সময় স্কুলে উপস্থিত থাকতে হয়। করতে হয় বাড়তি হোমটাস্ক। এতে শিশুদের কাছে জীবনের শুরুতেই শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়ার পরিবর্তে ভীতিকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে বয়সে খেলার ভেতর দিয়ে শিক্ষার আনন্দদায়ক পাঠ নেওয়ার কথা, সে বয়সে একটি শিশুকে টানতে হয় বই-খাতার বোঝা। পাঠভীতির কারণে সে বঞ্চিত হয় শেখার আনন্দ থেকে। প্রধানমন্ত্রী শিশুদের ঘাড় থেকে বইয়ের বোঝা কমাতে বললেও সে পরামর্শ উপেক্ষিত হচ্ছে।

কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে শিক্ষার নামে একটি শিশুর মনোজগতের ওপর যে চাপ পড়ে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, নার্সারি শ্রেণীর একটি শিশুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ১২টি বই। এর পাশাপাশি রয়েছে পৃথক ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট ও টেস্ট। সাড়ে তিন বছরের এক শিক্ষার্থী এভাবেই বড় হচ্ছে। এ থেকে তার মনে শিক্ষা বা লেখাপড়া সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। একটি শিশু কতখানি ভার নিতে পারে, তা না বুঝেই আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্কুল, বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলগুলো নিজেদের বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়ার আশায় বেশি বই ও বড় সিলেবাস তৈরি করে থাকে। বেশি বই মানেই বেশি লেখাপড়া বা ভালো লেখাপড়া—এই বিশ্বাসে অনেক অভিভাবক সেই প্রতিষ্ঠানে তাঁদের সন্তানদের ভর্তির ব্যাপারে আগ্রহী হন। এতে লেখাপড়ার পরিবর্তে শিক্ষা বা স্কুলের ব্যাপারে অনাগ্রহী হবে শিশুরা। এই লেখাপড়ার চাপ শৈশবের প্রারম্ভেই তার মনোজগতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাতে তার ভবিষ্যতের শিক্ষাও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে না এলে আগামী প্রজন্ম একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আগামী প্রজন্ম ও দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে শিক্ষাকে শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক করতে হবে। কমিশন কিংবা বাণিজ্য নয়, শিক্ষা পরিচালিত হোক আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক গড়ার লক্ষ্যে।